নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ ২০১৩

২৪ - ৩০ এপ্রিল

প্রতিপাদ্য -

"প্রশিক্ষিত নৌ জনসম্পদ, পরিবেশ বান্ধব যান - নিরাপদ নৌ চলাচলে উন্নয়নের সোপান"

সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

১১ বৈশাখ ১৪২০
২৪ এপ্রিল ২০১৩

বাণী

নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও 'নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ-২০১৩' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের চালিকাশক্তি হিসাবে নদী, নৌ-পথ ও নৌযানের গুরুত্ব অপরিসীম। যানজটমুক্ত নদী পথে স্বল্প সময়ে যাত্রী ও মালামাল পরিবহন অধিকতর সাশ্রয়ী, নিরাপদ ও আরামদায়ক বিধায় অধিকাংশ মানুষ নৌযানে ভ্রমণ ও মালামাল পরিবহনে আগ্রহী। যাত্রীবাহী নৌযানের দুর্ঘটনামুক্ত চলাচল নিশ্চিতকল্পে নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালনের কর্মসূচি একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। নৌ নিরাপত্তা রক্ষায় পরিবেশ বান্ধব জলযান তৈরি করার পাশাপাশি চালকদের প্রশিক্ষণ ও সাধারণ জনগণকে সচেতন করা আবশ্যক। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এবারের নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহের প্রতিপাদ্য "প্রশিক্ষিত নৌ জনসম্পদ, পরিবেশ বান্ধব যান - নিরাপদ নৌ চলাচলে উন্নয়নের সোপান" যথার্থ হয়েছে বলে মনে করি।

আমি "নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ-২০১৩" -এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১১ বৈশাখ ১৪২০
২৪ এপ্রিল ২০১৩

বাণী

দেশের অভ্যন্তরীণ নৌ পথে চলাচলরত যাত্রী সাধারণের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় ও সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ২৪ থেকে ৩০ এপ্রিল নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'প্রশিক্ষিত সম্পদ পরিবেশ বান্ধব যান - নিরাপদ নৌ চলাচলে উন্নয়নের সোপান' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নৌ পরিবহনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। নৌ পরিবহন অধিকতর সাশ্রয়ী ও নিরাপদ হওয়ায় অন্যান্য পরিবহনের তুলনায় নৌ পথে অধিকাংশ মানুষ যাতায়াত ও মালামাল পরিবহনে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন। বর্তমান সরকার দেশের ৫৩টি নৌপথের নাব্যতা পুনরুদ্ধার, নদী দখল ও দূষণমুক্ত রাখা এবং গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীর পানি প্রবাহ ও পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করাসহ এ খাতের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমান শিল্পায়নের অগ্রযাত্রায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে বিদেশগামী নৌযান নির্মাণ। বাংলাদেশে নির্মিত নৌযান বিদেশে রপ্তানী হচ্ছে। যা কর্মস্থান সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

আমি আশা করি 'নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ' পালনের মাধ্যমে সকলের মাঝে এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি হবে। পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ নৌ ভ্রমন নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ আরও তৎপর হবে।

আমি নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

শাজাহান খান, এম.পি
মন্ত্রী
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

অভ্যন্তরীণ নদীপথে চলাচলরত নৌযান এবং যাত্রী সাধারণের নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ ২০১৩ পালিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বছরের নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় "প্রশিক্ষিত জনসম্পদ, পরিবেশ বান্ধব যান - নৌ চলাচলে নিরাপদ উন্নয়নের সোপান" যা অত্যন্ত সময়োপযোগী। নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন উপলক্ষে আমি নৌযান মালিক, শ্রমিক, যাত্রী সাধারণ ও এ সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা।

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বল্পমূল্যে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে নৌযানের কোন বিকল্প নেই। মানুষের যাতায়াত ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য পরিবহনে নৌযানের অবদান অনস্বীকার্য। নদীতে চলাচলকারী হাজার হাজার নৌযানে বহনকৃত যাত্রী ও পণ্যের নিরাপদ চলাচলে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, নৌযান মালিক-শ্রমিক ও যাত্রী সাধারণের ভূমিকা ও দায়িত্ব অপরিসীম। ঝড়-ঝঞ্জাসহ যেকোন প্রকার দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় নৌপথে চলাচলরত সকল প্রকার নৌযানে যথাযথ সতর্কতা ও নৌ-আইন মান্যসহ যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে আরও সতর্ক ও সচেতন থাকার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

নৌযাত্রা ঝুঁকিমুক্ত ও স্বাচ্ছন্দময় এবং নিরাপদ নৌপথ সৃষ্টি করতে সরকারের দায়িত্ববোধ থেকেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার নৌ-সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে নৌপথের সংরক্ষণ ও নৌ পরিবহনের বিকাশে ইতোমধ্যে বেশ কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছে। নদী খননের জন্য দীর্ঘ প্রায় ৩৫ বছর পর ৬৩ কোটি টাকা ব্যয়ে তিনটি নতুন ড্রেজার ক্রয় করা হয়েছে। ক্রয় পদ্ধতি বিলম্বিত হওয়ায় ব্যক্তি মালিকানায় এ পর্যন্ত প্রায় ২২টি ড্রেজার আনা হয়েছে, যা এখন নদী খননের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। আরো ১১টি ড্রেজার নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ৬২ বছরে এই প্রথম মংলা বন্দরের জন্য একটি ড্রেজার সংগৃহিত হয়েছে। মংলা বন্দরের জন্য আরো একটি ড্রেজার সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ'র জন্য ৬টি ও চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য একটি ড্রেজার সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নতুন ড্রেজার ক্রয় ও পুনর্বাসনের ফলে বার্ষিক ড্রেজিং ক্ষমতা ১৮ লক্ষ ঘনমিটার বেড়েছে। অভ্যন্তরীণ নৌপথসমূহের নাব্যতা সংরক্ষণ ও নিরাপদ নৌ-চলাচল নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে দেশের ৫৩টি নৌরুট খননের জন্য ১১,৪৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে ক্যাপিটাল ড্রেজিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অনাকাঙ্খিত ও দৈব দুর্বিপাকে নৌ-দুর্ঘটনায় নিমজ্জিত লঞ্চ বা জাহাজ উদ্ধারের লক্ষ্যে দীর্ঘ ২৮ বছর পর ৩৫৬ কোটি ৬৫ লাখ টাকা ব্যয়ে প্রতিটি ২৫০ টন উত্তোলন মতা সম্পন্ন দুটি উদ্ধারকারী জাহাজ সংগ্রহ করা হয়েছে।

নৌ-বন্দর উন্নয়নের অংশ হিসেবে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে ঢাকা নদী বন্দরের সদরঘাট টার্মিনালের আধুনিকায়ন এবং ১৭.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে বরিশাল নদী বন্দরের আধুনিকায়ন ও উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রায় দু'কোটি টাকা ব্যয়ে বরগুনা নদী বন্দরের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। নোয়াপাড়া ও আশুগঞ্জে নদী বন্দরের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পথে। বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে শ্যামপুর এলাকায় ফোরশোর ভূমি স্থায়ীভাবে দখলমুক্ত রাখা ও রিক্রিয়েশন সুবিধার জন্য ১ কোটি ৪৭ লাখ ব্যয়ে বুড়িগঙ্গা 'ইকোপার্ক' নির্মাণ করা হয়েছে। ঢাকা নদী বন্দর এবং নদী তীরবর্তী এলাকা অবৈধ দখলমুক্ত রাখার লক্ষ্যে উচ্ছেদকৃত স্থানে ৫(পাঁচ) কিলোমিটার ওয়াকওয়ে এবং ৬০০ মিটার কি-ওয়াল নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণ করা হয়েছে। আরো ১৬ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ চলছে। ঢাকা শহরের চারিদিকে বৃত্তাকার নৌ-পথ চালুকরণে মোট ৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে টঙ্গী হতে কাঁচপুর ব্রীজ পর্যন্ত প্রায় ৪০.৫০ কিঃমিঃ নৌ-পথে মোট ৩০ লক্ষ ঘন মিটার ড্রেজিং এবং সন্নিহিত তিনটি খালে ১২.২৫ লক্ষ ঘন মিটার ডিগিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি কাঁচপুর এলাকায় ল্যান্ডিং স্টেশন এবং ল্যান্ডিং সুবিধাদি নির্মাণসহ টঙ্গী নদীবন্দরে টার্মিনাল ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

যাত্রী ও যানবাহন পারাপার দ্রুত ও দক্ষ ফেরি সার্ভিস নিশ্চিতকল্পে দীর্ঘ আট বছর পর পাঁচটি ফেরি, পাঁচটি পন্টুন ও দুটি ওয়াটার বাস নির্মাণ করা হয়েছে। এ বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে নতুন চারটি ওয়াটার বাস সংগৃহিত হবে। আরো ২টি কে-টাইপ ফেরী, সাতটি ইউটিলিটি ফেরি, চারটি ওয়াটার বাস ও দু'টি যাত্রীবাহী জাহাজ নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আরো ৫টি ফেরী নির্মান কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

অভ্যন্তরীণ নৌযানে 'রিভার্সিবল গিয়ার' সংযোজন করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এর ফলে নৌযান সহজেই নিয়ন্ত্রনে আনা যাবে। ফলে নৌ দুর্ঘটনা অনেক কমে আসবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ সেক্টরের জাহাজের রেজিস্ট্রেশন, সার্ভে, পরিদর্শন প্রতিবেদনসহ জাহাজের নাবিকদের সকল তথ্য সম্বলিত অনলাইন ডিজিটাল ডাটাবেজ সংরক্ষণের জন্য ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। সার্ভেয়ার ও পরিদর্শক পদে সংখ্যা বৃদ্ধি ও নিয়োগ দানের জন্য জনবল কাঠামো প্রনয়ণ কার্যক্রম সমাপ্তির পথে। **নৌ নিরাপত্তা নিশ্চিত কল্পে রাত্রীকালে বালুবাহী নৌযান চলাচল বন্ধ করা হয়েছে। নৌযান শুমারী পাইলট প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। নৌ সেক্টরে উন্নয়নের লক্ষ্যে বহুবিধ ইতিবাচক কার্যকরী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।**

আমি নৌ-নিরাপত্তা সপ্তাহ ২০১৩ এর সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শাজাহান খান, এম.পি

নূর-ই-আলম চৌধুরী এম,পি
হুইপ
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
ও
সভাপতি
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
স্থায়ী কমিটি

বাণী

পঞ্চমবারের মতো এ বছরেও নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয় ও সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তর যৌথভাবে ২৪ থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত 'নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ ২০১৩' আয়োজন করেছে, এতে আমি আনন্দিত। এবছরের নৌ সপ্তাহের প্রতিপাদ্য হচ্ছে "প্রশিক্ষিত নৌ জনসম্পদ, পরিবেশ বান্ধব যান - নিরাপদ নৌ চলাচলে উন্নয়নের সোপান", যা বর্তমান সময়ের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

নদী বিধৌত এই বাংলাদেশে জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য নদ-নদী। আর এই নদীর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে বিশ্বের অনেক বড় বড় সভ্যতা। বাংলাদেশেও ৯০ ভাগ শহর, নগর ও বন্দর গড়ে উঠেছে নদী অববাহীকায়। ২০০৭ সালের বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের ১২ দশমিক ৩ ভাগ মানুষ এককভাবে নৌ-পরিবহনের ওপর নির্ভরশীল। এ থেকেই বোঝা যায় বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নৌযান, নৌযাত্রী এবং পণ্য পরিবহণের নিরাপত্তা কতোটা গুরুত্ব বহন করে।

স্বাশ্রয়ী ও পরিবেশ বান্ধব নৌযান নির্মাণ, নৌ পরিবেশ সুরক্ষাসহ সকল প্রতিকূলতা পরিহার করে নিরাপদ নৌযাত্রা ও নৌযান পরিচালনার লক্ষ্যে নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ সফল হবে বলে আশা করছি। সপ্তাহব্যাপী এ আয়োজনকে আরো সাফল্যমন্ডিত করার জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

নৌ-নিরাপত্তা সপ্তাহ-২০১৩ সফল হোক, সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি শুভ কামনা রইল।

নূর-ই-আলম চৌধুরী এম,পি

সৈয়দ মন্‌জুরুল ইসলাম
সচিব
নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০

বাণী

অভ্যন্তরীণ নৌপথে যাত্রী সাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২৪-৩০ শে এপ্রিল/২০১৩ নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি।

নদীমাতৃক বাংলাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রাচীনতম ও ঐতিহ্যবাহী মাধ্যম নৌপথ। নৌ-পরিবহন পরিবেশ বান্ধব ও অন্যান্য পরিবহন অপেক্ষা অধিকতর ব্যয় সাশ্রয়ী। তবে নৌ-চলাচলের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নৌযান মালিক, যাত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিরাপদ নৌ-চলাচলের ক্ষেত্রে আরও সচেতন করে তোলার ক্ষেত্রে নৌ-নিরাপত্তা সপ্তাহ বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশাবাদী। এ বছরের নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় "প্রশিক্ষিত জনসম্পদ, পরিবেশ বান্ধব যান - নিরাপদ নৌ চলাচলে উন্নয়নের সোপান"। যথাযথ ও সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নৌ-পরিবহন খাতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা সম্ভব। পাশাপাশি পরিবেশ বান্ধব নৌযান পরিবেশের সুরক্ষা ও নৌ-নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। মালিক পক্ষ, চালক, যাত্রী প্রত্যেকে নৌ আইন অনুসরণের মাধ্যমে নৌ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে পারেন। নৌ নিরাপত্তা রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থাগুলোও এগিয়ে আসবে বলে আমার বিশ্বাস।

নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম)
সচিব

কমডোর জোবায়ের আহমদ, এনডিসি, বিএন
মহাপরিচালক
সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

নৌ পরিবহন ও নৌ নিরাপত্তার উন্নয়নে বরাবরের মতো চলতি বছরেও নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয় ও সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তর যৌথভাবে "নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ ২০১৩" পালন করছে। নিরাপত্তা সচেতনতা বৃদ্ধি এ সপ্তাহ পালনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ব-দ্বীপ অববাহিকার এই বাংলাদেশে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য নদ-নদী। নদ-নদীর উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে মানব সভ্যতা। ২০০৭ সালে বিশ্বব্যাংকের "Revival of Inland Water Transport: Options and Strategies"- শীর্ষক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের ১২ দশমিক ৩ ভাগ মানুষের পরিবহন ব্যবস্থা এককভাবে নৌ পরিবহনের ওপর নির্ভরশীল বলে উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ মানব সভ্যতার বিকাশ ও উন্নয়ন নদী কেন্দ্রিক এবং মানুষের যোগাযোগের অন্যতম প্রধান নিরাপদ মাধ্যম নৌযান।

"Bangladesh Integrated Transport Sector Study, 1998" শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী নাব্য নৌপথের পরিমাণ বর্ষাকালে ৬০০০ কিলোমিটার এবং শুকনো মৌসুমে ৩৮০০ কিলোমিটারে পৌঁছেছে যা পূর্বে ছিল যথাক্রমে ৮৪০০ কিলোমিটার এবং ৫২০০ কিলোমিটার। এ নৌপথে অসংখ্য ছোট বড় নৌযান চলাচল করে। যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে নিরাপত্তা এবং পরিবেশ বান্ধব নৌ চলাচল নিশ্চিত করার জন্য নৌযান মালিক, চালক, যাত্রী সকলের সচেতনতার প্রয়োজন। নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ পালন সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা ও নৌপথের নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এ বছর নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহের প্রতিপাদ্য বিষয় "প্রশিক্ষিত নৌ জনসম্পদ, পরিবেশ বান্ধব যান - নিরাপদ নৌ চলাচলে উন্নয়নের সোপান"। প্রকৃত অর্থেই এই প্রতিপাদ্য বিষয়টি সময়োপযোগী। সপ্তাহব্যাপী আয়োজনের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনবল, নিরাপদ ও পরিবেশ বান্ধব নৌ পরিবহনকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, যা নিশ্চিত করবে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণে নিরাপত্তা এবং আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

স্বাশ্রয়ী ও পরিবেশ বান্ধব নৌযান নির্মাণ, নৌ পরিবেশ সুরক্ষা, নিরাপদ নৌযাত্রা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ২৪-৩০ এপ্রিল নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ সফল হবে বলে আমি আশা করছি।

সপ্তাহব্যাপী এ কার্যক্রমকে সফল করার জন্য দেশের সাধারণ মানুষ, নৌযান মালিক, নৌযান শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি।

কমডোর জোবায়ের আহমদ, এনডিসি, বিএন

নৌ পরিবহনের উন্নয়নে কাজ করছে সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর

- কমডোর জোবায়ের আহমদ, এনডিসি, বিএন, মহাপরিচালক -

বাংলাদেশ এমনকি সারা বিশ্বে জাহাজ তথা নৌযান, পণ্য পরিবহনের সবচেয়ে সহজ, সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ বান্ধব মাধ্যম। বর্তমানে এ দেশে নাব্য নৌপথের পরিমাণ বর্ষাকালে ৬০০০ কিলোমিটার এবং শুকনো মৌসুমে ৩৮০০ কিলোমিটার।

প্রায় ১৫ হাজার অভ্যন্তরীণ ও সমুদ্র উপকূলীয় জাহাজ দেশ জুড়ে পণ্য ও যাত্রী পরিবহনে নিয়োজিত রয়েছে। এসব জাহাজ দেশের ৯০ শতাংশ তৈলজাত দ্রব্য ৭০ শতাংশ মালামাল ও ৩০ শতাংশ যাত্রী বহন করে। ২০০৭ সালে বিশ্বব্যাংকের এক জরিপ থেকে জানা যায় দেশের ১২.৩০ শতাংশ মানুষ সরাসরি নৌ পরিবহনের সাথে জড়িত রয়েছে।

জাহাজ নির্মাণ শিল্পের ক্রমোন্নয়নের ফলে কাঠের জাহাজের জায়গায় স্থান পেয়েছে অত্যাধুনিক ষ্টীল নির্মিত নৌযান, সকল অভ্যন্তরীণ এবং উপকূলীয় নৌযানসমূহ দেশের শিপ ইয়ার্ডেই তৈরী হচ্ছে। বর্তমানে দেশে নিবন্ধিত নৌযানের সংখ্যা প্রায় ৯ হাজার। এ সকল জাহাজে প্রায় ৩ হাজার প্রশিক্ষিত ও সনদপ্রাপ্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মাষ্টার, ড্রাইভার নিয়োজিত রয়েছেন। ফলে যাত্রীসাধারণ ও পণ্য পরিবহনে নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে। তদুপরি ২০১২ হতে রাঙ্গামাটি, বরিশাল ও নারায়ণগঞ্জসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক সুকানী, গ্রীজারদের প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষান্তে সনদায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পঞ্চম বারের মতো আয়োজিত নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহের প্রতিপাদ্য বিষয় - "প্রশিক্ষিত নৌ জনসম্পদ, পরিবেশ বান্ধব যান - নিরাপদ নৌ চলাচলে উন্নয়নের সোপান" যা অত্যন্ত সময়োপযোগী। এ আয়োজনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, পরিবেশ বান্ধব ও নিরাপদ নৌযানকে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, যা নিশ্চিত করবে পণ্য পরিবহন ও যাত্রী সাধারণের নিরাপত্তা। পাশাপাশি অবদান রাখবে আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে। নৌযানে নিয়োজিত সকল মাষ্টার-ড্রাইভার, সুকানী-গ্রীজার তথা নাবিকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করার মাধ্যমে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব। তাছাড়া প্রশিক্ষিত নৌ জনসম্পদ অগ্নি নির্বাপন, উদ্ধার কাজ, যাত্রী সেবা ও যাত্রী ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ রক্ষা, সর্বোপরি নৌ পরিবহনের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম।

অপরদিকে বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে সময়ের দাবী হচ্ছে পরিবেশ বান্ধব নৌযান তৈরী এবং যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। সমুদ্রগামী ও অভ্যন্তরীণ নৌযানের ডিজাইন উন্নতকরণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ধোঁয়া নির্গমণ হ্রাস, দূষণহীন জ্বালানীর ব্যবহার ও শব্দ দূষণমুক্ত রাখা নিরাপদ নৌযান নির্মাণের অন্যতম লক্ষ্য। নৌ চলাচলে যাত্রীদের ভূমিকাও সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদেরকে নৌ নিরাপত্তা সম্পর্কে অবহিত করার উদ্দেশ্যে আমাদের এ প্রয়াশ। এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়টি দিক নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করে যাত্রীদের জান-মাল রক্ষা ও পরিবেশ সহায়ক নৌ চলাচল আমাদের মূল উদ্দেশ্য। "নৌ নিরাপত্তা সপ্তাহ ২০১৩" পালনের মাধ্যমে উত্তরোত্তর যাত্রী নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে এবং নৌ পরিবহন দেশের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। এ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় নৌযানের ডিজাইনে বিল্ট ইন সেইফটিসহ উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, হাইড্রোলিক স্টিয়ারিং ও রিভারসিভল গিয়ার সংযোজন করা হয়েছে, যা নৌ দুর্ঘটনা হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ রেগুলেটরী অধিদপ্তর। অভ্যন্তরীণ এবং কোস্টাল শিপিং ছাড়াও সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচলের উন্নয়নে এ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করছে। ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ফোরাম, যেমন- আইএমও, ইইউ, আইএলও, আইওএমওইউ, রিক্যাপ, এসএএআরপিএসপিসিও -এ বাংলাদেশ বিশেষ সম্মানজনক আসন পেয়েছে। উল্লেখ্য, গত চার বছরে বাংলাদেশ পতাকাবাহী সমুদ্রগামী জাহাজের সংখ্যা ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নাবিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েক গুণ। দেশী পতাকাবাহী জাহাজের টনেজ কয়েকগুণ বৃদ্ধির ফলে পণ্য আমদানী বাবদ আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় হ্রাস পেয়েছে এবং বিদেশগামী জাহাজে অফিসার ও নাবিকদের প্রেরিত রেমিটেন্স কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা বাংলাদেশের জিডিপি বৃদ্ধিতে সরাসরি ভূমিকা রাখছে।

ভূ-প্রাকৃতিক কারণে নৌ পরিবহনে বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাময় দেশ। এর যথাযথ ব্যবহারে দেশ হয়ে উঠবে বিশ্বের কাছে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। আমি এ সেক্টরের ধারাবাহিক উন্নয়নে দৃঢ় প্রত্যয়ী।